দৈনিক সংবাদ
শিক্ষা তথ্য ও গবেষণা ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 03 MAY 1989 ... 6 ... কলাম ... 6 ...
021

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা

কাজী মোজাম্মেল হোসেন

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোও যতদূর সম্ভব লিখে রাখার অভ্যাস করা খুবই ভাল। মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই কম। তার ওপর নানা রোগ-বালাই এবং দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়ে কে কোথায় কখন হারিয়ে যায়, তার ঠিক নেই। সুতরাং জীবনের ঘটনা প্রবাহসমূহ নিয়মিত লেখা থাকলে নিজ অবর্তমানে তা মূল্যবান দলিল হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপকৃত হতে পারে সমগ্র জাতি।

লেখা ডাইরী বা হিসাবের খাতা যে জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে, তার জলন্ত প্রমাণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথের নিজের লেখা হিসাবের খাতা।

বিশ্বকবি হিসেবে নন্দিত হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে যেমনি চলছে গবেষণা, তেমনি লেখা হয়েছে প্রচুর গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার জীবনের নানা স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন প্রচুর। তবে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল সম্পর্কে তিনি নিজে এবং অন্যান্য লেখক যেসব তথ্যবহুল লেখা লিখেছেন তাতে কিছু তথ্যের ভুল বর্তমানে ধরা পড়ছে।

রবীন্দ্রণাথের জীবদ্দশায় রচিত "রবীন্দ্র জীবনী" এবং রবীন্দ্র-বর্ষ-পঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথের চার থেকে তের বছর পর্যন্ত লেখাপড়া সংক্রান্ত যেসব তথ্যাদি দেয়া হয়েছে, তার বেশ কিছু তথ্য আজ ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভুল তথ্য প্রমাণ করতে সাহায্য করেছে তার বাবার স্বহস্তে লিখিত দৈনন্দিন হিসেবের খাতা "ক্যাশ বহি"।

বাবা দেবেন্দ্রনাথ অন্তরে সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, তবে বাহিরে ছিলেন ঘোর বৈষয়িক। পরিবারের কর্তাব্যক্তি থাকার কারণে সংসারের প্রতিটা কাজকর্ম এবং প্রাত্যহিক হিসাব নিজ হাতে যত্নসহকারে "ক্যাশ বইতে" লিখে রাখতেন। আজ সে খাতা থেকে আমরা রবীন্দ্র-পরিবারের নির্ভেজাল তথ্য পাচ্ছি। যার সাহায্যে অন্যান্য তথ্যকে ভুল বলে প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

রবীন্দ্র নাথের জীবনের তথ্যবহুল ঘটনা নিয়ে লেখা রবীন্দ্র জীবনী এবং রবীন্দ্র-বর্ষ-পঞ্জীর তথ্যানুসারে রবীন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। অর্থাৎ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়ায় প্রথম "হাতে খড়ি" হয়।

সাত বছর বয়সে, ১৮৬৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে প্রবেশ করেন এবং পরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭০ সালে নয় বছর বয়সে নর্মাল স্কুলে এক বৎসর কাল লেখাপড়া করেন। ১৮৭১ সালে দশ বছর বয়সে বেঙ্গল একাডেমী নামে ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি

বার বছর বয়সে ১৮৭৩ সালে পিতার সাথে ভ্রমণে বাহির হন এবং ১৮৭৪ সালে তের বছর বয়সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন।

রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি, কখন কত বছর বয়েস হয়েছিল তার উল্লেখ তার বাবার লেখা ক্যাশ বইতে নেই। এমন কি রবীন্দ্র জীবনী বা রবীন্দ্র-বর্ষ-পঞ্জীতেও সঠিক কোন তথ্যের উল্লেখ নেই। তবে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রকথা' গ্রন্থে লেখা আছে 'পাঁচ বছর পূর্বেই তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির প্রথা ও বঙ্গদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়া পূজা অর্চনা পূর্বক বালকের হাতেখড়ি ধরানো হয় নাই।"

'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সঠিকভাবে তার হাতেখড়ি বা প্রথম স্কুলে যাওয়ার বয়স ঠিক করে উল্লেখ করতে পারেন নি। জীবন স্মৃতি গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, যে কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়

সত্যা ইস্কুলে গেলেন। কিন্তু আমি ইস্কুলে যাওয়ার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। কান্নার জোরে অকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হইলাম। এমনি করিয়া নিতান্ত শিশু বয়সে আমার পড়া আরম্ভ হয়।"

রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি এবং প্রথম স্কুলে যাওয়ার বয়স নিয়ে যতই জল্পনা কল্পনা থাক না কেন, সবকিছুর সমাধান মেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্যাশ বইতে। যে খাতা আজও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত আছে।

১৮৬৫ সালের ৬ই জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ক্যাশ হইতে যে হিসাব লেখেন তা নিম্নরূপ :-

ছেলেবাবুদিগের বহি খরিদ--
বর্ণ পরিচয় (দুইখানা)-দুইআনা
শিশুশিক্ষা-- তিনআনা
পাঁচআনা।

চিত্র-১
১৮৬৫ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখের লেখা হিসাব

উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলে বাবুদের, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য ১৮৬৫ সালের ৬ই জানুয়ারী, পাঁচ আনা দিয়ে তিনখানা বই কেনেন।

বই কেনার দু'একদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়ায় হাতে খড়ি শুরু, এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক। ১৮৬৫ সালের ৬ই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ছিল তিন বৎসর সাত মাস চব্বিশ দিন। সুতরাং রবীন্দ্রজীবনী এবং রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জীতে ১৮৬৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে তার হাতে খড়ি, তথ্যটা ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় পুস্তক দিয়ে। সে পুস্তকেরই "জল পড়ে পাতা নড়ে" কবিতার কথা রবীন্দ্রনাথ কখনও ভুলতে পারেননি। তারই ভাষায়—'আমরা তিনটি বালক এক সঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুইটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিল, আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল। কিন্তু সেকথা আমার মনেও নেই। কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার কাছে এটিই আদি কবির প্রথম কবিতা।"

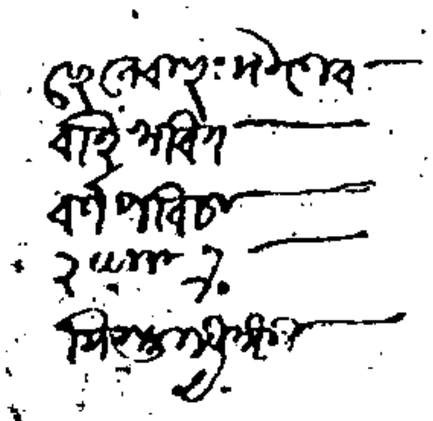

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম কোন স্কুলে ভর্তি হন তা নিয়েও রবীন্দ্র জীবনী এবং রবীন্দ্র-বর্ষ-পঞ্জীতে ভুল পরিলক্ষিত হয়। সেখানে দেখা যায় ১৮৬৮ সালে সাত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে

(২-এর পাতায় দেখুন)

রবীন্দ্রনাথ

(৬ষ্ঠ পাতার পর)

প্রবেশ করেন, পরে নরমান স্কুলে।

কিন্তু ১৮৬৫ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ক্যাশ বইতে যে হিসাব লেখেন তাতে দেখা যায়, তিন ছেলে বাবুর কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ বাবদ ছয় টাকা খরচ হয়। এখানে হিসাবের খাতা অনুসারে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ এবং সত্য প্রসাদ কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি হন এবং তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর দশ মাস।

(অসমাপ্ত)